গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বেসরকারি কলেজ শাখা
www.dshe.gov.bd
ঢাকা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২১.২০.৫৯৭

তারিখ: ৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
২৩ নভেম্বর ২০২১

বিষয়: **খুলনা জেলার চাঁদপুর কলেজের জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ**

খুলনা জেলার চাঁদপুর কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ হাঃ মোহাঃ মোনোয়ার হোসেন ভূয়া অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ নেয়ায় ও বড় অংকের টাকার বিনিময়ে প্রভাষক নিয়োগ দেয়ার জন্য জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

অভিযোগের বিবরণ: "আমি হাঃ মোহাঃ মোনোয়ার হোসেন অধ্যক্ষ চাঁদপুর কলেজ ১৬-১০-২০০৪ থেকে ০৯-০৯-২০১৪ তারিখ দায়িত্ব পালনকালে উক্ত ০৯-০৯-২০১৪ তারিখ সকাল ১০ টায় গভর্নিং বডির সভা আহবান করি। উক্ত সভায় সদস্যদের নাম রেজুলেশন লিখে স্বাক্ষর সম্পন্ন করার পরপরই সদস্য এম.এম সাখাওয়াত হোসেনের নেতৃত্বে বেশ কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক হাজির হয়ে সভা ভঙ্গ করে অফিসের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমাকে জিম্মি করে অব্যাহতি পত্র লিখিয়ে নেয়। পরে জানতে পারি জুনিয়র প্রভাষক রমেন্দ্রনাথকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়, কিন্তু পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী কৌশলে এক মাস তের দিন পরে সভাপতির পছন্দের মানুষ জুনিয়র প্রভাষক মোঃ রফিকুল ইসলামকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়। দায়িত্ব পাওয়ার পর নিম্নোক্ত অনিয়ম করে হয়ে যান ভুয়া অধ্যক্ষ। যেমন-

১/ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যানবেইস কলেজ সম্পর্কিত তথ্য ছক ২০১৯ এ জুনিয়র প্রভাষক মোঃ রফিকুল ইসলাম ভূয়া অধ্যক্ষ সেজে ২৩-১০-২০০৪ তারিখ অধ্যক্ষ পদে যোগদান দেখিয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে ০৪-০৩-২০১৮ তারিখ একটি রেজুলেশন করে ৩য় বার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তারই ধারাবাহিকতায় একটি নিয়ম বহির্ভুত/ভূয়া নির্বাচনী বোর্ড দেখায়। উক্ত নিয়োগ বোর্ডে নিয়ম অনুযায়ী ডিজির প্রতিনিধি হওয়ার কথা সরকারি বিএল কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়। কিন্তু শুধুমাত্র অনিয়ম করার উদ্দেশ্যে নতুন সরকারি হওয়া বঙ্গবন্ধু কলেজ, রূপসা, খুলনার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ডিজির প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। দুঃখের বিষয় অফিসার ইনচার্জ সরদার ফেরদাউস আহম্মেদ নিজেই নিজেকে মনোনয়ন দিয়েছে। জনবল কাঠোমো ২০১০ ও ২০১৮ অনুসরণ না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র না মেনে শর্ত ক. খ ও গ. উপেক্ষা করে অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ বোর্ড করে দিয়েছে। অধ্যক্ষ পদের পাঁচ জন আবেদন করেছে সকলেই নিয়ম বহির্ভুত অভিজ্ঞতা ছাড়া। এমন কি এদের অভিজ্ঞতা তো নেই তাছাড়া এনটিআরসিএ কর্তৃক নিবন্ধন নেই। এটি একটি নিয়ম বহির্ভূত নিয়োগ বোর্ড যেমন-

ক. নিয়োগ সুপারিশের রেজুলেশনে অফিসার ইনচার্জ এর স্বাক্ষর পর্যন্ত নেই।

খ. ৩০-০৬-২০১৮ নিয়োগ বোর্ড করে ওই দিনেই নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত রেজুলেশনে ০৪-০৭-২০১৮ থেকে ০৭-০৭-২০১৮ তারিখের মধ্যে নিয়োগ পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত দেখানো হয় অথচ নিয়োগ পত্র প্রদান করে ৩০-০৬-২০১৮ সূত্র নং ৮৩/২০১৮ পক্ষান্তরে ভূয়া অধ্যক্ষ মোঃ রফিকুল ইসলাম ৩০-০৬-২০১৮ এর স্থানে নিয়োগপত্রে ০৩-০৭-২০১৮ তারিখ দেখিয়ে যোগদান করেছে। সকল জায়গায়ই মিথ্যার প্রমাণ রয়েছে।

গ. সভাপতির নিকট থেকে ১০-০২-২০১৮ অভিজ্ঞতার সনদ ও অনাপত্তির সনদ নিয়েছে যাতে অধ্যক্ষ পদে নিজ প্রতিষ্ঠানে যোগদানের বিষয়টি উল্লেখ আছে।

ঘ. সর্বোপরী মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রভাষক ইসলাম শিক্ষা পদ হইতে অব্যাহতি চেয়ে ০৫-০৭-২০১৮ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শিশির কুমার মন্ডল এর নিকট আবেদন করেছে অধ্যক্ষ পদে যোগদানের নিমিত্তে ০৫-০৭-২০১৮ ইং তারিখ অধ্যক্ষ তার অব্যাহতি পত্রটি গ্রহণ করেছে।

ঙ. সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজের অফিসার ইনচার্জ (অফিস সহকারী. এম এল এস এস ও অন্যান্য একাধিক পদে) অন্যায় ভাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় উক্ত পদগুলোতে যাচাইবাছাই ছাড়া অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ দেয়ার সুপারিশ করেছে। এ সকল অবৈধ নিয়োগ বাতিল ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

চ. মোঃ রফিকুল ইসলাম পিডিএস আইডি ১০১৩১০১৭১ অধ্যক্ষ পদে ভূয়া কাগজপত্র জমা দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, খুলনা অঞ্চল এর পরিচালক যাচাইবাছাই ছাড়া বিল আপনার দপ্তরে প্রেরণ করিয়াছে অথচ পরিচালক মহোদয়ের নিকট পত ১১/০৫/২০২০ ও ০৭/০৬/২০২০ ভূয়া অধ্যক্ষসহ অন্যান্য পদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছিলাম, কিন্তু পরিচালক সেটা আমলে না নিয়ে যাচাইবাছাই ছাড়া অধ্যক্ষ ও অন্যদের বিল অন্যায়ভাবে ছাড় করে দিয়েছে। এই দুর্নীতিবাজ ভূয়া অধ্যক্ষ মোঃ রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

ছ. অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অত্র কলেজে গত ১০-০৫-২০১৫ তারিখ প্রভাষক, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণনে কে,এম খাইরুল বাসারকে নিয়োগ দেয়। তিনি এক বছর এক মাস এক দিন চাকরি করার পর সে অব্যাহতি নিয়ে অন্য কলেজে যোগদান করেন। সভাপতি ও ভুয়া অধ্যক্ষ মিলে খাইরুল বাসারের কাগজপত্র সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে একই জায়গায় বড় অংকের অর্থের বিনিময়ে ইলিকা বিশ্বাস কে নিয়োগ দেয়। এ সকল বিষয়ে এলাকায় জানা-জানি হলে বিজ্ঞপ্তি থেকে যোগদান পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে তাকে নিয়োগ দেয়। যেমন-

০১। ১৭-১০-২০১৫ ও ২০-১০-২০১৫ তারিখ দৈনিক তথ্য ও দৈনিক সোনালী বার্তায় মিথ্যা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ দেখায়।

০২। নিয়োগ গঠনের রেজুলেশনের তারিখ ০২-০৪-২০১৬ সূত্র নং ৭৩/১৬ দেখিয়ে নিয়োগ বোর্ড গঠন দেখায় ০৯-০৪-২০১৬

০৩। নিয়োগ সুপারিশের তারিখ রেজুলেশন ১০-০৪-২০১৬, সূত্র ৭৪/১৬ এ ১৩-১০-২০১৬ সময়সীমা বেধে দিয়ে ইলিকা বিশ্বাস কে নিয়োগ পত্র প্রদান করেন, কিন্তু পরবর্তীতে ১৩-১০-২০১৬ ইলিকা বিশ্বাসের যোগদানপত্রটি অনুমোদনের রেজুলেশনে দেখা যায় -৪-২০১৬ তারিখ আজ ও রেজুলেশনের ওই জায়গাটি ফাকা রয়েছে।

জ. ছক-১ শিক্ষক কর্মচারীর তালিকায় ভুয়া অধ্যক্ষ নিয়োগ দেখিয়েছে অধ্যক্ষ পদে ২৩-১০-২০০৪ তারিখ, এই ভূয়া অধ্যক্ষ দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে ৪-৫ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীসহ অদ্যাবধি কলেজে চাকরি করে আসছে। ভূয়া অধ্যক্ষ ও সভাপতির যোগসাজশে ২০১৮ সালে অফিসার ইনচার্জ সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজকে ডিজির প্রতিনিধি করে একটি মিথ্যা নিয়োগ বোর্ডের মাধ্যমে (১) মোঃ মেহেদি হাসান (হিসাব সহকারী) এর স্থানে ১৬নং এ আলিম মোল্লা, (২) মোঃ কাইউম শেখ (এম,এল,এস,এস) এর স্থনে ১৯নং এ বিকু মোল্লা, (৩) সোহেল শিকদার (এম,এল,এস,এস) এর স্থানে ২০নং এ মোঃ নাজমুল সরদার, (৪) রূমা খানম আয়া কে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে নিয়োগ প্রদান করে।

উপর্যুক্ত দীর্ঘ ১৬ বছর চাকরি করা লোকদের চাকরি বেতন ভাতা প্রদান ও ২০১৮ সালে যাতের অন্যায় ভাবে নিয়োগ দিয়েছে তদন্ত পূর্বক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি। উল্লেখ যে, ৩০০/- টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সভাপতি ও অধ্যক্ষ কর্তৃক অঙ্গিকার নামায় বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে উপর্যুক্ত সকল মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছে।

অতএব, জনাবের নিকট আবেদন ভুয়া অধ্যক্ষ মোঃ রফিকুল ইসলাম সহ জড়িত সকল ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে প্রকৃত শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা পাওয়ার সু-ব্যবস্থা গ্রহণে আপনার সদয় মর্জি হয়।”

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য সহকারী পরিচালক (কলেজ -৩), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা এবং সহকারী পরিচালক (কলেজ), মাউশি, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনাকে নির্দেশক্রমে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

২৩-১১-২০২১
মোঃ এনামুল হক হাওলাদার
উপপরিচালক

বিতরণ :

১) সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩), বেসরকারি কলেজ
শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
২) সহকারী পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খুলনা
অঞ্চল, খুলনা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২১.২০.৫৯৭/১(৩)

তারিখ: ৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
২৩ নভেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) সভাপতি, গভর্নিং বডি, চাঁদপুর কলেজ, খুলনা
২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, চাঁদপুর কলেজ, খুলনা।
৩) জনাব হাঃ মোঃ মোনোয়ার হোসন, সাবেক অধ্যক্ষ, চাঁদপুর কলেজ, খুলনা।

২৩-১১-২০২১
মোঃ এনামুল হক হাওলাদার
উপপরিচালক